আত্মপ্রতিবিম্ব ; মাধ্বদর্শনের ইন্দ্রধনুতে সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ববৎ জগৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মের সোপাধিক প্রতিবিম্ব—সবগুলিতেই বিম্বেরই প্রতিসৃত রূপ প্রতিবিম্ব।

অলঙ্কারের প্রতিবিম্ব তা নয়। দর্শনে বিম্বই সত্য (ultimate reality), তাই অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টই হোক আর অবিশিষ্টই হোক ; অলঙ্কারে বিম্ব প্রতিবিম্ব দুই-ই সত্য, তাই দ্বৈতবাদ। দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিবিম্ব অন্তর্ধান করে, থাকে শুধু বিম্ব ; আলঙ্কারিক তত্ত্বজ্ঞানে একটা গূঢ় অর্থে পারস্পরিক সাদৃশ্য লাভ ক'রে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব। বরঞ্চ, প্রতিবিম্বগত কল্পনা-সৌন্দর্য্যে অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব ব'লে প্রতিবিম্বটারই মূল্য রসিকের কাছে বেশী।

ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ের প্রয়াস এখন থাক। আচার্য্যদের প্রতিবিম্ব-**ধারণার** একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি।

'দৃষ্টান্ত'-সংজ্ঞায় উদ্ভট বলছেন :

"ইষ্টস্যার্থস্য বিস্পষ্ট-প্রতিবিম্বপ্রদর্শনম্।
যথেবাদিপদৈঃ শূন্যং বুধৈর্দৃষ্টান্ত উচ্যতে॥"

—**ইষ্ট অর্থের 'যথা'-ইত্যাদিপদবর্জ্জিত প্রতিবিম্বপ্রদর্শন** ('বুধ'গণের মতে) **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**। চুপিচুপি একটা কথা ব'লে নিই—'বুধ' (পণ্ডিত) কথাটি অর্থহীন, কারণ 'দৃষ্টান্তে'র স্রষ্টা উদ্ভট স্বয়ং ; যেটা সম্পূর্ণরূপে নিজের মত বা পথ তাকে প্রাচীনতর আচার্য্যদের মত ব'লে ঘোষণা করা বিশেষ ক'রে কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিকদের একটা অভ্যাস, যেমন করেছেন 'ধ্বনি'কার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত "কাব্যস্য আত্মা ধ্বনিঃ"-কে "**বুধৈঃ** সমাম্নাতপূর্ব্বঃ" ব'লে, অথচ তাঁর পূর্ব্বে 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি' বলা তো দূরের কথা, কাব্যসূত্রে 'ধ্বনি' কথাটারই প্রয়োগ কেউই করেন নাই। ফিরে আসি মূল কথায় :

'ইষ্ট অর্থ' মানে কবির বর্ণনীয় **প্রকৃত বা প্রস্তুত ; প্রতিবিম্বটি** ইষ্ট অর্থ নয় ব'লে **অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত**। প্রকৃত আর অপ্রকৃত পাশাপাশি থাকবে, তুলনাবাচক পদ **ইত্যাদি** থাকবে না, **অপ্রকৃতটি** হবে প্রকৃতের **প্রতিবিম্ব**। ব্যাখ্যাকার অভিনবগুপ্তগুরু প্রতীহারেন্দুরাজ বলছেন "প্রতিবিম্বং সদৃশং বস্তু" —প্রতিবিম্বব্যাখ্যা এইটুকুতেই সমাপ্ত। 'সদৃশ বস্তু' যদি প্রতিবিম্ব হয়, তাহ'লে সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারমাত্রেরই উপমানটি (যেমন, 'ভোমরার মতন কালো চুলে'র **ভোমরা**) প্রতিবিম্ব হ'য়ে যায় ; তবে শুধু দৃষ্টান্তের বেলায় প্রতিবিম্ব বলার সার্থকতা কি ? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে ইন্দুরাজ বলছেন, 'যথা ইত্যাদিপদশূন্য'—এই কথাটার **আদি** মানে **সাধারণ ধর্ম্ম**

("উপমাদৌ অপি এবংবিধস্য রূপস্য সম্ভবঃ, তন্নিরাকরণার্থম্ উক্তম্—'যথেবাদিপদৈঃ শূন্যম্' ইতি। **'আদি'**-গ্রহণেন অত্র **সাধারণধর্ম্মস্য** অপি পরিগ্রহঃ")। তাহ'লে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই: দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে প্রস্তুত (কবির অভীষ্ট) এবং অপ্রস্তুত ভাষায় ব্যক্তরূপে পাশাপাশি থাকে, তুলনাবাচক শব্দ থাকে না, **সাধারণ ধর্ম্ম থাকে না**, অথচ অপ্রস্তুতটি হয় প্রস্তুতের প্রতিবিম্ব। এখন নূতন একটা প্রশ্ন জাগে: **'ভোমরাচুলে** কুন্দ-ফুলের মালা'—'ভোমরাচুলে' লুপ্তোপমা, তুলনাবাচক শব্দ নাই, সাধারণ ধর্ম্ম নাই; তবে 'ভোমরা' কি চুলের প্রতিবিম্ব? এর উত্তর—**না**; যেহেতু, তুলনাবাচক শব্দ আর সাধারণ ধর্ম্ম (মতো, কালো) আছে, কিন্তু **সমাসে** লুপ্ত অবস্থায়।

একাদশ শতাব্দীর মম্মটভট্ট প্রতিবিম্বকে জটিল ক'রে তুললেন এই কথা ব'লে যে দৃষ্টান্তে সাধারণধর্ম্মাদি সবকিছুরই প্রতিবিম্বন ("দৃষ্টান্তে পুনরেতেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিবিম্বনম্। এতেষাং সাধারণধর্ম্মাদীনাম্")। কিন্তু দৃষ্টান্তে যখন সাধারণ ধর্ম্মই নাই, তখন সাধারণ ধর্ম্মের প্রতিবিম্বন হয় কেমন ক'রে? মম্মটের কঠিন নীরবতার মধ্যে কি অর্থ গুহাহিত হ'য়ে আছে, তিনিই জানেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর রুয্যক অনেকটা স্পষ্ট—"সাধারণধর্ম্মস্য.....বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবঃ দৃষ্টান্তবৎ"। লক্ষণীয় যে এখানে প্রতিবিম্বের সঙ্গে **বিম্ব** কথাটা যুক্ত হয়েছে; নিশ্চয় নূতন সংবাদ। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা 'বিম্ব-প্রতিবিম্ব' কথাটা প্রয়োগ করেছেন রুয্যকেরই অনুসরণে। আমাদের উদ্ধৃতিটুকুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার সমুদ্রবন্ধ যা বলেছেন তাতে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, **বিম্বপ্রতিবিম্ব** মানে **পারস্পরিক সাদৃশ্য**; এই **বিম্বপ্রতিবিম্ব ধর্ম্ম আর ধর্ম্মী দুয়েরই** ("বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ **মিথঃ** সাদৃশ্যম্, অয়ং তু ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ উভয়োঃ অপি ভবতি")। **ধর্ম্ম** মানে **প্রস্তুতের ধর্ম্ম** (বিম্ব) এবং **অপ্রস্তুতের ধর্ম্ম** (প্রতিবিম্ব)। **ধর্ম্মী** মানে **ধর্ম্মযুক্ত প্রস্তুত অর্থাৎ উপমেয়** (বিম্ব) এবং **ধর্ম্মযুক্ত অপ্রস্তুত অর্থাৎ উপমান** (প্রতিবিম্ব)। এর নিষ্কর্ষ এই যে **দৃষ্টান্তে ধর্ম্মদুটি পরস্পরের সদৃশ**। অতীব মূল্যবান্ এই কথাটি। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিশ্বনাথও এই ধর্ম্মদুটির সম্পর্ক-সম্বন্ধে বলেছেন, "সাম্যম্ এব, ন তু ঐকরূপ্যম্"—শুধু সাদৃশ্য, (প্রতিবস্তূপমার মতন) একার্থকতা নয়।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন **অসাধারণ** উপমার দুটি সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি—একটি রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' কবিতায় আর একটি রুয্যকের 'অলঙ্কার-

সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে। আশ্চর্য্য এই যে দুই কবিই এক কথা বলেছেন। প্রথমে সংস্কৃত কবিতাটির মূলশব্দ যথাসম্ভব বজায় রেখে অনুবাদ করি; এতে সুবিধা হবে এই যে এর ভিতরকার বিম্বপ্রতিবিম্বভাবটি টীকাকারের চোখ দিয়েই দেখতে পাব। পরে দেব এর তরল (অবশ্য যথাসম্ভব মূলানুগত) অনুবাদ। (মূলটুকু হ'ল—

"বলিতকন্ধরমাননম্ আবৃত্তবৃন্তশতপত্রনিভম্"।)

'বলিতকন্ধর ওই তোমার আনন,
সুন্দরি, আবৃত্তবৃন্ত পদ্মের মতন।'—শ. চ.

—'বলিত'=ভঙ্গীভরে বাঁকানো, 'কন্ধরা'=গ্রীবা; 'আবৃত্ত'=উল্টে পড়া। অলঙ্কার পূর্ণোপমা: উপমেয় 'আনন', উপমান 'পদ্ম'। বলিত কন্ধরা যার সেই আননখানি আবৃত্ত বৃন্ত যার সেই পদ্মের মতন—এই হ'ল সমাসভাঙা সরল রূপ। এখানে কবি শুধু পদ্মের সঙ্গে মুখের তুলনা করছেন না; করছেন **বৃন্তলগ্ন পদ্মের** সঙ্গে **গ্রীবালগ্ন মুখের**। সুতরাং **বৃন্তের সঙ্গে গ্রীবার প্রচ্ছন্ন তুলনা রয়েছে**। গ্রীবা, বৃন্ত দুটিই বিশেষ্যপদ; কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে **বৃন্ত আর গ্রীবা যথাক্রমে পদ্ম আর মুখের বিশেষণ-ভাবাপন্ন**। ফলে বৃন্ত হ'য়ে উঠেছে পদ্মের ধর্ম্ম, গ্রীবা মুখের ধর্ম্ম। মূলে 'বলিতকন্ধর' আর 'আবৃত্তবৃন্ত' বহুব্রীহি সমাসের ফলে বিশেষণ। আবার, 'বলিত' 'কন্ধরা'র এবং 'আবৃত্ত' 'বৃন্তের' বিশেষণ—ভাষায় ভিন্ন, অর্থে এক; তাই 'বলিত-আবৃত্ত' বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন। পরিশেষে পরস্পরসদৃশ **গ্রীবা আর বৃন্ত** যথাক্রমে **মুখ আর পদ্মের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে** (relatively to the face and the lotus) **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম** ("কন্ধরাবৃন্তয়োঃ মুখশতপত্রাপেক্ষয়া সাধারণধর্ম্মত্বাভিপ্রায়েণ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ এব"—অলঙ্কারসর্ব্বস্বব্যাখ্যায় সমুদ্রবন্ধ)। সহজ কথায়, গ্রীবা আর বৃন্ত হ'ল মুখ আর পদ্মের সাধারণ ধর্ম্ম—গ্রীবা বিম্ব, বৃন্ত প্রতিবিম্ব। এই আলোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটুকু দেখলেই বিম্বপ্রতিবিম্ব মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াবে। এর পাশেই দিচ্ছি সংস্কৃতটির তরল অনুবাদ।

(i) "নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ii) 'বাঁকিয়ে তোলা গ্রীবায় তোমার আননখানি
উল্টে পড়া বৃন্তে কমলসম, রানি।' —শ. চ.

—রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটিতে 'নবস্ফুট পুষ্পসম মুখখানি' এইটুকু হ'ল সরল উপমার রূপ। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। কবির চিত্রখানির যোলোকলায় পূর্ণ সৌন্দর্য্য হেলায়ে, গ্রীবা, বৃন্ত, পুষ্প, মুখ সবকিছুর সমগ্রতায়। এখানে গ্রীবাবৃন্তহীন মুখপুষ্প আকাশকুসুম, রসদৃষ্টিতে অসুন্দর। হেলানো বঙ্কিম গ্রীবায় নবস্ফুট (লক্ষণায়, যৌবনে সদ্য-উদ্ভিন্ন) মুখ হেলানো নিরুপম বৃন্তে নবস্ফুট পুষ্পের মতন—পরিপূর্ণ চিত্র। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এখানেও (সংস্কৃতটির মতন) **উপমার ভিতর উপমা রয়েছে**—মুখ আর পুষ্পকে নিয়ে যে মুখ্য উপমা তারই সহকারী হ'য়ে গৌণ উপমা রয়েছে গ্রীবা আর বৃন্তকে নিয়ে—বৃন্তের মতন গ্রীবায় পুষ্পের মতন মুখ। এইজাতীয় উপমার পীযূষবর্ষ জয়দেব তাঁর 'চন্দ্রালোকে' নাম দিয়েছেন '**স্তবকোপমা**'। গৌণ উপমাটিতে উপমেয় 'গ্রীবা', উপমান 'বৃন্ত', বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম 'বঙ্কিম-নিরুপম'। 'নিরুপম' মানে, এখানে, উপমাহীন নয়, কোনো কিছুর উপমা দিয়ে তাকে আর 'নিরুপম' বলা চলে না; 'নিরুপম'=অত্যন্ত সুন্দর। 'গ্রীবা বৃন্ত'-কে রূপক অলঙ্কার বলা ভুল, মুখকে ফুলের **মতন** বললে গ্রীবায় বৃন্তের অভেদ-আরোপ অসঙ্গত হয়। এখানেও **গ্রীবাবিশিষ্ট** মুখের **বৃন্তবিশিষ্ট** পুষ্পের সঙ্গে তুলনা ব'লে 'গ্রীবা' **আর 'বৃন্ত' যথাক্রমে মুখ আর পুষ্পের সম্পর্কে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম।**

এইবার দেখা যাক সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'রসগঙ্গাধরে' কি বলছেন বিম্বপ্রতিবিম্ব-সম্বন্ধে। তাঁর একটি উদাহরণ: "চলদ্‌ভৃঙ্গমিবাম্ভোজমধীরনয়নং মুখম্"। বাঙলায়

'চলৎ-ভৃঙ্গ পঙ্কজসম অধীরনয়ন মুখ'—শ. চ.

—বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ 'চলৎ-ভৃঙ্গ' আর 'অধীরনয়ন' যথাক্রমে পঙ্কজ আর মুখকে বিশিষ্ট করছে। জগন্নাথ বলছেন, 'চলৎ' 'অধীর' বিশেষণদুটির অর্থ এক হ'লেও প্রকাশের ভাষা বিভিন্ন ব'লে এদের বস্তুপ্রতিবস্তুভাব (রবীন্দ্রনাথে এবং রুয্যকেও এই ব্যাপার দেখিয়ে এলাম)। এদের দ্বারা বিশিষ্ট বিশেষ্যপদ **ভৃঙ্গ আর নয়নের বিম্বপ্রতিবিম্বভাব** ("অত্র চলনাধীরত্বয়োঃ বিশেষণয়োঃ বস্তুতঃ একরূপয়োঃ অপি শব্দদ্বয়েন উপাদানাৎ বস্তুপ্রতিবস্তুভাবঃ। তদ্বিশেষণকয়োঃ চ **ভৃঙ্গনয়নয়োঃ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ**")। জগন্নাথের মন্তব্য থেকে মনে হ'তে পারে যে উপমান পঙ্কজের ধর্ম্ম ভৃঙ্গ হ'ল বিম্ব আর উপমেয় মুখের ধর্ম্ম নয়ন প্রতিবিম্ব। বস্তুতঃ তা নয়। তিনি উদাহরণে আগে দিয়েছেন উপমান (অম্ভোজ=পদ্ম), পরে দিয়েছেন উপমেয় (মুখ)। তাই উপমানের ধর্ম্ম

ভৃঙ্গকে আগে দিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সমাস করেছেন উপমেয়ের ধর্ম্ম নয়নের। এ অবস্থায় লিখতে হয় 'ভৃঙ্গনয়নয়োঃ প্রতিবিম্ববিম্বভাবঃ', কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পস্বর-বিশিষ্ট পদ আগে বসে; তাই প্রতিবিম্বকে পরে দিয়ে বিম্বকে তিনি আগে বসিয়েছেন। **উপমেয়ের ধর্ম্ম বিম্ব** আর উপমানের ধর্ম্ম প্রতিবিম্ব একথা জগন্নাথই বলেছেন—'**উপমেয়ের ধর্ম্ম** এবং **উপমানের ধর্ম্ম অ-সাধারণ** (not common to both উপমেয় and উপমান, different) হ'লেও **তাদের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে** অভেদ-অধ্যবসায়ের দ্বারা **সাধারণত্ব কল্পনা করা হয়** এবং এই কল্পনা থেকেই হয় উপমাসিদ্ধি। **একেই প্রাচীনগণ বলেছেন বিম্বপ্রতিবিম্বভাব**' ("উপমেয়গতানাম্ উপমানগতানাং চ অসাধারণানাম্ অপি ধর্ম্মাণাং সাদৃশ্যমূলেন অভেদাধ্যবসায়েন সাধারণত্বকল্পনাৎ উপমাসিদ্ধিঃ। অয়ম্ এব বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ ইতি প্রাচীনৈঃ অভিধীয়তে")।

তিনটি উদাহরণেই দেখলাম মূল বিম্বপ্রতিবিম্বের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বস্তুপ্রতিবস্তু। এটা দোষ নয়, গুণ; বড়ো কবিদের রচনায় এরকম হ'য়েই থাকে। জগন্নাথ নিজে কবি; দেখে-শুনেই তিনি বলেছেন—"...ধর্ম্মঃ ক্বচিৎ চ **কেবলং** বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্নঃ, **ক্বচিৎ বস্তুপ্রতিবস্তুভাবেন করম্বিতঃ** বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবঃ..."।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের বিশেষণ সাধারণ ধর্ম্মের কাজ ক'রে বিম্বধর্ম্ম আর প্রতিবিম্বধর্ম্ম যে সদৃশ তা যখন স্পষ্টই দেখিয়ে দিচ্ছে, তখন সাদৃশ্যকে প্রণিধানগম্য বলেন কেমন ক'রে?

একটা উদাহরণ তৈরী ক'রে এর উত্তর দিচ্ছি—

একটু আগেই বলেছি যে প্রকৃতের ধর্ম্ম অপ্রকৃতের ধর্ম্ম সদৃশ হ'লে তবেই ওরা হয় বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম; আবার, দুই ধর্ম্ম সদৃশ হ'লে ওরা স্বয়ং উপমেয় উপমানের মতন হ'য়ে পড়ে। জগন্নাথের উদাহরণটির বিম্ব-প্রতিবিম্ব সাধারণ ধর্ম্ম অংশকে উপমার মতন সাজালে হয়—'**চপল মধুকরের মতো নয়ন চঞ্চল**' (শ. চ.)। এর 'মধুকর'-এর জায়গায় বসিয়ে দিই 'প্রজাপতি':

'চপল প্রজাপতির মতো নয়ন চঞ্চল' (শ. চ.)।

দেখা যাচ্ছে যে স্বভাব-চঞ্চল মধুকরের মতন স্বভাবচঞ্চল প্রজাপতিকে নিয়েও চোখের চাঞ্চল্যের মাত্রা ঠিকই আছে। নয়ন-প্রজাপতি সদৃশ যখন তখন বিম্বপ্রতিবিম্ব বলতে হবে বই কি। কিন্তু এই **ভাষিত** সাদৃশ্যের অন্তরালে তো কোনো **আভাসিত** সাদৃশ্যের সন্ধান দিচ্ছে না প্রজাপতি, যা পাচ্ছি মধুকরের